অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রতত্ত্ব

By

Bijan chatterjee

Department of Political Science

Saltora Netaji Centenary College

Aristotle
384-322 BC

ভূমিকা

অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র তত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টটলের সময় যে নগর রাষ্ট্রগুলি ছিল সেগুলি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও কলহে লিপ্ত ছিল। ফলে রাজনৈতিক জগতে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। গ্রিক সভ্যতার সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধের ধারণা নষ্ট হতে শুরু করে। এই অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা গঠিত এক আদর্শ রাষ্ট্র তত্ত্বের আলোচনা করেন। অ্যারিস্টটল যে বিষয়গুলিকে তার রাষ্ট্রতত্ত্বে আলোচনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ,রাষ্ট্র ব্যবস্থার নির্দেশ, নগর রাষ্ট্র গুলির সংবিধানের গুণাগুণের বিশ্লেষণ প্রভৃতি।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটল

১) প্লেটো রাষ্ট্র দার্শনিক ছিলেন এই অর্থে যে,দার্শনিক কে শাসন ক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধিকার দান করে তিনি রাজনীতি ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্যকে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার ভাববাদী দর্শনের অন্যতম সিদ্ধান্ত তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল কল্পরাষ্ট্র নির্মাণে। পক্ষান্তরে দার্শনিক হয়েও অ্যারিস্টটল রাজনীতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তাই তার রাষ্ট্রচিন্তায় দর্শন ও রাজনীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে ওঠেনি এবং দর্শনের শক্তিতে প্লেটোর মত বিশ্বাসী হয়েও তিনি ঘোষণা করেন নি করেননি যে একমাত্র দার্শনিকই রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করার যোগ্য।

২) অ্যারিস্টটল প্লেটোর মত বিমুর্ততাকে আহ্বান করেননি। বিশেষত তার দর্শনে বিমূর্ততার কোন অবকাশ নেই। তাই আদর্শ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বিকার না করলেও তিনি প্লেটোর মত কল্পরাষ্ট্র নির্মাণে উৎসাহ বোধ করেননি। অন্যদিকে রাষ্ট্র চরিত্র ও শাসন ব্যবস্থার উপর তার পলিটিক্স গ্রন্থে আলোকপাত করার আগে তিনি তার সময়ের ১৫৮টি গ্রিক নগর রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন। অর্থাৎ দার্শনিক হয়ে তার রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণে তিনি অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছিলেন

৩) প্লেটো তার রাষ্ট্র দর্শনে যে দুটি প্রাসঙ্গকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তাহলে রাষ্ট্র জীবনে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং দার্শনিক শাসকের চিরস্থায়ী শাসনাধিকারের বৈধতা একটা প্লেটোর রাষ্ট্র দর্শনে প্রকৃত অর্থে কোন রাষ্ট্র তত্ত্ব প্রণীত হয়নি অন্যদিকে অ্যারিস্টটল তার রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের স্বরূপ সন্ধানে তৎপর হয়েছেন রাষ্ট্রের উদ্ভব ভাব প্রক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন এবং রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

৪) প্লেটোর মতো অ্যারিস্টটলও তঁার রাষ্ট্রদর্শনে একজন সর্বনিয়ন্ত্রণ বাদী। কারণ প্লেটোর মতই তিনি রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণের স্বপক্ষে তার মত ব্যক্ত করেছেন। তবে প্লেটো তার রাষ্ট্র দর্শনে সার্বনিয়ন্ত্রণবাদকে সমর্থন করেছেন নিতান্ত নগ্নভাবে। তিনি ধরেই নিয়েছেন যে প্রাজ্ঞব্যক্তির আধিপত্য প্রশ্নাতীত। অন্যদিকে অ্যারিস্টটল অসামান্য যুক্তি জাল বিস্তার করে এবং কঠোরভাবে যুক্তিপুষ্ঠু পদ্ধতি প্রায়োগ করে প্রমাণ করেছেন যে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান এবং সর্বশক্তিমান হয়েও রাষ্ট্র এক নৈতিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ।

অ্যারিস্টটলের আলোচনা পদ্ধতি

অ্যারিস্টটল তার পলিটিক গ্রন্থে রাষ্ট্রের তত্ত্ব বিশ্লেষণে আরোহ পদ্ধতি(inductive method) অনুসরণ করেছেন।অর্থাৎ কতগুলো বিষয় পর্যবেক্ষণ করে বিশেষ সূত্র থেকে সাধারণ সূত্রে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন। এবং অবশ্যই অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্র তত্ত্ব তার পরম লক্ষ্যবাদ নীতির(teleology) উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন। প্রত্যেক সংগঠন যেমন কল্যান সাধনের জন্য গড়ে ওঠে তেমনি রাষ্ট্র কল্যাণ সাধনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে সফিস্টরা রাষ্ট্রকে সামাজিক প্রথা বা সামাজিক চুক্তির ফলে সৃষ্ট এক কৃত্তিম প্রতিষ্ঠান বলে প্রচার করেন। এর বিরোধিতা করে অ্যারিস্টটল বললেন, রাষ্ট্র হল একটি স্বত:স্ফুর্ত স্বাভাবিক সংগঠন। মানুষের সঙঘবদ্ধ জীবনের প্রথম প্রকাশ ঘটে পরিবার গঠনের মাধ্যমে। নারী-পুরুষ ও ক্রীতদাস নিয়ে পরিবার শুরু হয়। পরিবারের পরে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে সমিতি এবং এর সর্বশেষ পরিণতি হিসেবে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র।

অ্যারিস্টটল এবং পরমলক্ষ্যবাদ

অ্যারিস্টটলের মতে জড় বা জীব, যাই হোক না কেন সবকিছুর মধ্যেই মধ্যেই নিহিত আছে এক সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা হল বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরিত হয়ে উন্নততর অবস্থায় বা বৃহত্তর পরিণতিতে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু সম্ভাবনার স্তর অতিক্রম করতে পারেনি অর্থাৎ যতক্ষণ তার সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি ততক্ষণ তা বস্তু (matter) রূপে পরিচিত। অন্যদিকে এই সম্ভাবনার সার্থক রুপায়নের মধ্য দিয়ে বস্তু যখন পৌঁছে যায় তার চূড়ান্ত পরিণতিতে তখন অ্যারিস্টটল তাকে আকৃতি (form) বা প্রকৃতি (nature) রূপে। যেমন একটি ব্রোঞ্জ খন্ড হল একটি বস্তু। কারণ তার মধ্যে নিহিত সম্ভাবনা তখনো রূপায়িত হয়নি। আবার ভাস্করের দক্ষতায় এই ব্রোঞ্জ খণ্ড থেকে যখন একটি ব্রোঞ্জ মূর্তি নির্মিত হয় তখন তা আকৃতি বা প্রকৃতি রূপে পরিগণিত হয়। যেহেতু এই আকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করা যায় সে কারণেই এই আকৃতি বা প্রকৃতি হল অগ্রগতি ও উন্নয়নের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর। অর্থাৎ আকৃতি বা প্রকৃতিতে পৌঁছানো হলো বস্তুর পরম সার্থকতা। পার্থিব জগতের সব কিছুর সামনে আকৃতি বা প্রকৃতি হল পরম লক্ষ্য। গ্রিক ভাষা অনুযায়ী অ্যারিস্টটল যাকে বলেছেন টেলস (telos)। অতএব পৃথিবীর সব কিছুর উন্নয়ন বা অগ্রগতি পরিমাপ করার একমাত্র মানদন্ড হল পরম লক্ষ্য। জগত সংসার কে দেখতে হবে ও বিচার করতে হবে পরম লক্ষবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই অ্যারিস্টটলের জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত দর্শন স্বীকৃতি লাভ করেছে পারম লক্ষবাদী দর্শন নামে এবং এই পরম লক্ষ্যবাদী দর্শনই হল অ্যারিস্টটলের নীতি দর্শন ও রাষ্ট্র দর্শনের ভিত্তি।

পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর পেছনে চারটি কারণ

১) বস্তুগত অবস্থার চাহিদার কারণে রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক সংগঠনের উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

২) দক্ষতাগত কারণে আদিম সংঘবদ্ধ মানুষ উপলব্ধি করেছিল, তাদের সংঘবদ্ধতাকে ফলপ্রসু করার জন্যে নীতি ও যুক্তিসম্মত আইন প্রণয়নকারী ও শাসন পরিচালনাকারী, দক্ষ সংগঠন প্রয়োজন।

৩) সংঘবদ্ধ মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র বস্তুগত জগতে আনুষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করে।

৪) সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্র তার আইন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে এবং এই দায়িত্ব নৈতিকতার সাথে পালন করার কারণ হল, রাষ্ট্র, ব্যক্তি মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও আনন্দিত করতে চায়।

অ্যারিস্টটল উল্লেখিত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
১) রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান
২) রাষ্ট্র ব্যক্তির থেকে পূর্ববর্তী
৩) রাষ্ট্র হল সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান
৪) রাষ্ট্রের জৈবিক চরিত্র

রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান

অ্যারিস্টটলের মতে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছে পরিবার ও গ্রাম নামক প্রতিষ্ঠানগুলির বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে।প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই পরিবার ও গ্রাম গড়ে উঠেছে এবং এরই বর্ধিত রূপ হল রাষ্ট্র। তাই পরিবার ও গ্রাম যেহেতু স্বাভাবিক সেহেতু রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত গুণাবলী আছে সেগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। কারণ মানুষ নিম্নতর প্রাণীর মতো কেবলমাত্র প্রাথমিক চাহিদা পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হয়। মানুষের সুন্দর, শ্রেষ্ঠ জীবন যাপনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। বিচারবুদ্ধির জ্ঞান আছে বলে মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুখ দুঃখের প্রকাশ ঘটে। আর মানুষের এই সকল অনুভূতির প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রের মাধ্যমে।

রাষ্ট্র ব্যক্তির থেকে পূর্ববর্তী

অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্র হল একটি সর্বোচ্চ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি, গ্রাম -এ সবই হল রাষ্ট্রের অংশমাত্র। অংশ কখনো সমগ্রের পরে সৃষ্টি হতে পারে না। এই অর্থে রাষ্ট্র হল পরিবার ও গ্রামের পূর্ববর্তী। দেহ ছাড়া যেমন দেহের অন্যান্য অংশের তুলনা করা যায় না তেমনি মানুষ বা পরিবার ছাড়া রাষ্ট্রের তুলনা করা যায় না। অংশ গুরুত্বপূর্ণ হয় সামগ্রিক বিচারে। এ কারণে রাষ্ট্র অবস্থান করে ব্যক্তির পূর্বে ।

রাষ্ট্র সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান

অ্যারিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রই হল সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। অ্যারিস্টটল প্লেটোর মতো চেষ্টা করেছিলেন রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের বিশ্বাস ও আস্থা টিকিয়ে রাখতে তাই তিনি দেখিয়েছেন যে পরিবার বা গ্রামের পরিধি সংকীর্ণ এবং সেগুলির লক্ষ্য সীমিত। কিন্তু রাষ্ট্রের পরিধি ব্যাপক এবং সর্বোচ্চ কল্যান সাধন হলো এর লক্ষ্য। রাষ্ট্রের মধ্যে পরিবার, গ্রাম এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ও লক্ষ্য নিহিত।

রাষ্ট্রের জৈবিক চরিত্র

অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন জীবদেহের সঙ্গে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে তেমনি ব্যক্তি যুক্ত থাকে রাষ্ট্রের সঙ্গে। ব্যক্তি হলো রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেহ থেকে কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হলে সেই অঙ্গ যেমন কার্যকারিতা হারায় তেমনি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ব্যক্তি মানুষেরও কোনো কার্যকারিতা বা তাৎপর্য থাকে না। তাই তিনি বলেন, মানুষ স্বাভাবিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীব এবং রাষ্ট্রের বাইরে যে বাস করে সে হয় দেবতা না হয় পশু।

সমালোচনা

১) অ্যারিস্টটলের যে রাষ্ট্রের কথা বলেন তা ছিল city state বা নগর রাষ্ট্র ফলে অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারার সাথে বর্তমান বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের মিল পাওয়া যায় না।

2) অ্যারিস্টটলের মতে, পরিবারই হলো সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের আদিমতম রূপ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় পরিবার গঠনের আগেও গোষ্টিবদ্ধ জীবনে মানুষ অভ্যস্ত ছিল, যেখানে কোন নির্দিষ্ট পরিবার ছিল না।

৩) অ্যারিস্টটল রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে তেমন পার্থক্য করেননি।রাষ্ট্র সমাজের মৌলিক পার্থক্যের বিষয় তিনি সচেতন ছিলেন না।

৪)অ্যারিস্টাটল ক্রীতদাসদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় কারণ অধিকারহীন ক্রীতদাসেরা নাগরিকের মতো আচরণ করবে তা মেনে নেওয়া যায় না।

৫) রাষ্ট্র ধারণা নৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা কে তিনি দেখেছেন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এক নৈতিক পক্ষপাত মূলক দৃষ্টিতে।

উপসংহার

বহু সমালোচনা থাকলেও অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার বাস্তব গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না তিনি রাষ্ট্রের মধ্যে সঙ্গবদ্ধ জীবন যাপনের উপর গুরুত্ব আরো করেছিলেন। সমাজবদ্ধ জীবনে মানুষের মধ্যে আনুগত্য পরায়ণতা বৃদ্ধি পায় এবং নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত থাকে বলে তিনি মনে করতেন। তাছাড়া রাষ্ট্র যে একটি স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান, জনকল্যাণের জন্যই যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তথ্যসূত্র

১) পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার উপরেখা - নিমাই প্রামানিক
২) পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা - অমল কুমার মুখোপাধ্যায়
৩) পাশ্চাত্য রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং চিন্তাভাবনা- ড: সুজিত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ধন্যবাদ